

بسم الله الرحمن الرحيم

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون .

অর্থ: “হে আমার হাবীব হুলালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি উম্মাহকে বলে দিন, মহান আল্লাহ পাক তিনি অনুগ্রহ ও রহমত হিসেবে উনার হাবীব হুলালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে পাঠিয়েছেন; সেজন্য তারা যেনো ঈদ উদযাপন তথা খুশি প্রকাশ করে। এই খুশি প্রকাশ করাটা সেসব কিছু থেকে উত্তম, যা তারা দুনিয়া আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে।” (সূরা ইউনুস : আয়াত শরীফ ৫৭)

সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ,
সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম, সাইয়্যিদে
ঈদে আকবার পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী
হুলালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল
উপলক্ষে খরচ করার ফযীলত

(কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফ-এর আলোকে)

গবেষণা কেন্দ্র: মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, ঢাকা

● প্রকাশনায়

গবেষণা কেন্দ্র : মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ

৫ নম্বর আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৪৮৪৮, ৮৩১৬৯৫৮, ৯৩৩৮৭৮৭

মোবাইল : ০১৭১১-২৩৮৪৪৭, ০১৭১১-২৬৪৬৯৪, ০১৭১২-৬৪৮৪৫৩

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৩৮৭৮৮।

ওয়েব সাইট : www.al-ihsan.net

● প্রথম প্রকাশ

রবীউল আউয়াল শরীফ ১৪৩২ হিজরী

ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঈসাব্দী সন

মাঘ ১৪১৭ ফসলী সন

● প্রাপ্তিস্থান: মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ

৫ নম্বর আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৪৮৪৮ মোবাইল : ০১৭১১-১৭৮৬৮৯

● কম্পিউটার অলঙ্করণ

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ (কম্পিউটার বিভাগ)

৫ নম্বর আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৭০১৯ মোবাইল : ০১৭১২-২৭২৩৪৩

● মুদ্রণে

মুহম্মদিয়া বুক বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস

১৩/২ কেএম দাস লেন, গোলাপবাগ, ঢাকা

ফোন : ৭৫৪৭৭৯৬ মোবাইল : ০১৭১১-১৭৮৬৮৮

▣ হাদিয়া : সাদা ২০ টাকা।

নিউজ ১৫ টাকা।

المؤسس والمشرف لمركز البحث محمديّة جامعة شريف والمجلة الشهرية "البيّنات" والجريدة اليومية "الاحسان". خليفة الله، خليفة رسول الله، سلطان الاولياء، مخزن المعرفة، خزينة الرحمة، معين الملة، لسان الامة، تاج المفسرين، رئيس المحدثين، فخر الفقهاء، حاكم الحديث، حجة الاسلام، سيد المجتهدين، محي السنة، ماحي البدعة، صاحب الالهام، رسول نما، سيد الاولياء، سلطان العارفين، امام الصديقين، صاحب السلطان النصير، مستجاب الدعوات، قطب العالم، قيوم الزمان، الجبارى الاول، القوى الاول، امام الائمة، امام الشريعة والطريقة، حبيب الله، جامع الالقاب، اولاد رسول، سيدنا

الامام حضرت المجدد الاعظم مد ظله
العالى

الحسنى والحسينى والقريشى والحنفى والقادرى والصيشتى

والنقشبندى والمجددى والمحمدى

مرشد قبله، راجارباغ شريف، داکا

গবেষণা কেন্দ্র: 'মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ', "মাসিক আল বাইয়্যিনাত শরীফ" এবং "দৈনিক আল ইহসান শরীফ"-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক- খলীফাতুল্লাহ, খলী ৩ সুলিলাহ, সুলতানুল আউলিয়া, মাখযানুল মা'রিফাত, খাযীনাতির রহমত, মুঈনুল মিল্লাত, লিসানুল উম্মাহ, তাজুল মুফাসসিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিহীন, ফখরুল ফুকাহা, হাকীমুল হাদীছ, হুজ্জাতুল ইসলাম, সাইয়্যিদুল মুজতাহিদীন, মুহইস সুন্নাহ, মাহিউল বিদয়াত, ছাহিবুল ইলহাম, রসূলে নো'মা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, সুলতানুল আরিফীন, ইমামুছ ছিন্দীকীন, ছাহিবু সুলতানিন নাছীর, মুসতাজাবুদ দা'ওয়াত, কুতুবুল আলম, আল গাউছুল আ'যম, ক্বাইয়্যুমুয যামান, আল জব্বারিউল আউয়াল, আল ক্ববিউল আউয়াল, ইমামুল আইম্মাহ, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীকুত, হাবীবুল্লাহ, জামিউল আলক্বাব, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা-

ইমাম হযরত মুজাদ্দিদ আ'যম মুদা যিল্লুল আলী

আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী ওয়াল কুরাইনী ওয়াল হানাফী ওয়াল ক্বাদিরী ওয়াল চীশতী ওয়ান নকশবন্দী ওয়াল মুহম্মদী
রাজারবাগ শরীফ-এর হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার-

ক্বওল শরীফ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সব প্রশংসা মহান আল্লাহ পাক উনার জন্য। যিনি আমাদেরকে এ ফিৎনা-ফাসাদের যামানায় উনার মনোনীত দ্বীনের উপর চলার তাওফিক দান

ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি; যিনি সমগ্র কায়িনাতের মূল বা উৎস। উনার মুবারক শানে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন-
ورفعنا لك ذكرك.

অর্থ: “আমি আপনার সুমহান মর্যাদাকে বুলন্দ করেছি।” (সূরা ইনশিরাহ)

এ আয়াত শরীফ-এ মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার ৪ বুলন্দির কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। কাজেই কোনো মাখলূকাতের জন্যই সাইয়্যিদুল আশিয়া ওয়াল মুরসালীন হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মর্যাদা মর্তবার সীমা নির্ধারণ করা তো জায়য হবেই না বরং মর্যাদা-মর্তবার সীমা নির্ধারণের চিন্তা করাটাও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত

মূলত মহান আল্লাহ পাক উনার পরেই হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার স্থান। এক কথায় তিনি শুধু আল্লাহ পাক নন, এছাড়া সমস্ত মর্যাদা ও মর্তবার অধিকারী হচ্ছেন- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি। সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ পাক তিনি স্বীয় হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে সমগ্র কায়িনাত সৃষ্টির পূর্বে, উনার মহান রুবুবিয়্যত প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করে উনার মহান কুদরতের মধ্যে রাখেন। অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম উনার কপাল মুবারক-এ করে বছর বছর জান্নাতের মধ্যে রাখেন। মহান আল্লাহ পাক তিনি ইচ্ছা করলে আবাদুল আবাদ পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দিতে পারতেন অথবা জান্নাতের মধ্যেও রেখে দিতে পারতেন। আরহামুর রাহিমীন মহান রব্বুল আলামীন অত্যন্ত দয়া করে, ইহসান করে উনার প্রিয়তম হাবীব, নূরে মুজাসসাম, রহমতুল্লিল আলামীন হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে যমীনে পাঠিয়ে যমীনবাসীকে কায়িনাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে যমীনে ও মানবজাতির মধ্যে বিলাদত শরীফ দান করেছেন সেজন্যই উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে ঈদ তথা খুশি প্রকাশ করার

নির্দেশ দিয়েছেন; যা মাখলূকাতের জন্য ফরয-ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ করেন-

يايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة

للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

অর্থ: “হে মানবজাতি! অবশ্যই তোমাদের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক উনার পক্ষ থেকে এসেছেন মহান নছীহতকারী, তোমাদের অন্তরের সকল ব্যাধিসমূহ দূরকারী, কুল-কায়িনাতের মহান হিদায়েত দানকারী ও ঈমানদারদের জন্য মহান রহমত (হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বলে দিন, তোমরা মহান আল্লাহ পাক উনার দয়া, ইহসান ও রহমত (হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে পেয়ে) উনার জন্য ঈদ উদযাপন তথা খুশি প্রকাশ করো। (তোমরা যতো কিছুই করোনা কেনো) তিনিই হচ্ছেন সমগ্র কায়িনাতের জন্য সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম নিয়ামত।” (সূরা ইউনুস : আয়াত শরীফ ৫৭-৫৮)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক তিনি মানবজাতির প্রতি আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করাকে ফরয করে দিয়েছেন। আর এ মুবারক নির্দেশ পালনার্থেই সমস্ত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণ, সমস্ত হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ এবং সমস্ত হযরত আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণ উনারা সারাজীবনই আখিরী নবী হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মীলাদুন নবী পালন করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ পাক তিনি যেনো এর মাধ্যমে সকলকে সঠিক আক্বীদা পোষণ করে হাক্কীক্বীভাবে রেযায়ে মুর্শিদ, রেযায়ে নবী ও রেযায়ে মাওলা হাছিল করার তাওফিক দান করেন। আমীন

সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে মাহফিল করা ও খরচ করার ফযীলত

সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আবির্ভাবের পর আবু লাহাবের বাঁদী হযরত সুয়াইবা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তিনি আবু লাহাবকে সুসংবাদ দিলেন যে, “তোমার ভ্রাতা হযরত আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার মুবারক ঘরে একজন পুত্র সন্তান নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আগমন করেছেন।” তা শুনে আবু লাহাব অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং সে আপুলের ইঙ্গিত সহকারে বললো: হে হযরত সুয়াইবা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা! আপনি আজ থেকে মুক্ত।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান জানেন যে, আবু লাহাব ছিলো কাট্টা কাফির চির জাহান্নামী। পবিত্র কুরআন শরীফ-এ মহান আল্লাহ পাক তিনি একটি পূর্ণ সূরায় **الح و تب** তার দুর্কর্ম ও অশুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করে নাযিল করেছেন। কিন্তু তবুও মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কারণে সে কি পরিমাণ উপকৃত হয়েছে তা হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা হযরত হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি উল্লেখ করেছেন-

ذكر السهيلي ان العباس رضى الله تعالى عنه قال لما مات ابو لهب رايته في منامي بعد حول في شر حال فقال مالفيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عني في كل يوم الا ثنين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثوية بشرت ابالحب بمولده فاعتقها.

অর্থ: “হযরত ইমাম সুহাইলি রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্বাস রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। সে অত্যন্ত শোচনীয়

অবস্থায় রয়েছে। আর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, আপনাদের নিকট থেকে আসার পর হতে আমি কোনো শান্তি পাইনি। তবে প্রতি সোমবার শরীফ আমার শান্তি হ্রাস করা হয়। হযরত আব্বাস রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন তা এ জন্যেই যে, আখিরী নবী, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি সোমবার শরীফ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। আর সেই সময় হযরত সুয়াইবা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার তাশরীফের সুসংবাদ দিলে আবু লাহাব খুশি হয়ে উনাকে আযাদ করে দিয়েছিলো।” (বুখারী শরীফ, ফতহুল বারী ৯ম খণ্ড ১১৮ পৃষ্ঠা, উমদাতুল ক্বারী, শরহে বুখারী ২য় খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠা)

এখন ফিকিরের বিষয় আবু লাহাব কাট্টা কাফির চির জাহান্নামী। আর আমরা হলাম মু'মিন। সে ছিলো মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার শত্রু; আর আমরা হলাম আল্লাহ পাক উনার প্রিয় হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার গোলাম। আবু লাহাব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের তাশরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেছিলো; রসূল হিসেবে নয়। কিন্তু আমরা সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে রসূল হিসেবে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে পবিত্র মীলাদ শরীফ পাঠ করে থাকি, উনার ছানা-ছিফত করে থাকি। একজন দুশমন কাফির যদি বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করলে বা আনন্দিত হলে এরূপ উপকৃত হয়; তাহলে মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার উম্মতগণ উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করলে কি পরিমাণ উপকৃত হবে তা চিন্তা ফিকিরের বিষয়।

উল্লেখ্য, খোদ মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার যামানা এবং হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের যামানাতেই ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহফিল ছিলো।

যেমন এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لقوم فيستبشرون ويحمدون الله ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعة.

অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে উনার নিজগৃহে ছাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদেরকে সমবেত করে মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ-এর ঘটনাসমূহ শুনাচ্ছিলেন। এতে শ্রবণকারী ছাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণ আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করছিলেন, মহান আল্লাহ পাক উনার প্রশংসা তথা তাহবীহ-তাহলীল পাঠ করছিলেন এবং আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার উপর (ছলাত ও সালাম তথা) দুরুদ শরীফ পাঠ করছিলেন। এমন সময় রসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করতে দেখে বললেন, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।” (কিতাবুত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, ছুবুলুল হদা ফী মাওলিদে মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

হাদীছ শরীফ-এ আরো ইরশাদ হয়েছে-

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى رضى الله تعالى عنه وكان يعلم وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لابنائهم وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجى نجتك.

অর্থ: “হযরত আবু দারদা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সাথে আমির আনছারী রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে উনার সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে রসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ-এর ঘটনাসমূহ শুনাচ্ছেন এবং বলেছেন, এই সেই দিবস এই সেই দিবস (অর্থাৎ এই দিবসে রসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি যমীনে তাশরীফ এসেছেন, এই দিবসে ইহা সংঘটিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি)। এতদ্বশবণে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তিনি উনার সমস্ত রহমতের দরজা আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং সমস্ত ফেরেশতাগণ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং ক্রিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আপনাদের মতো এরূপ কাজ করবে, আপনাদের মতো তারাও নাজাত (ফযীলত) লাভ করবে।” (কিতাবুত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, ছুবুলুল হদা ফী মাওলিদে মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

উপরোক্ত হাদীছ শরীফদ্বয় থেকে প্রথমত যে বিষয়টি প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে- হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস করেছেন। আর আখিরী রসূল হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি তা শুধু সমর্থনই করেননি বরং তিনি উক্ত মজলিস করার জন্য উম্মতদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিস করা সুন্নতে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুন্নতে ছাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা হযরত শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইছামী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার বিশ্ব সমাদৃত ও সুপ্রসিদ্ধ কিতাব “আননি’মাতুল কুবরা আলাল আলাম”-এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে-

قال ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقى في الجنة.

অর্থ: “হযরত আবু বকর হিদ্দীকু রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে অর্থাৎ উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে এক দিরহাম ব্যয় করবে সে জান্নাতে আমার বন্ধু হবে।” সুবহানাল্লাহ!

وقال عمر رضى الله تعالى عنه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام.

অর্থ: “হযরত উমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহফিলকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি খুশির সাথে বা খুশি প্রকাশ করে (বিলাদত শরীফ দিবসকে) বিশেষ মর্যাদা দিলো সে মূলত ইসলামকেই পুনরুজ্জীবিত করলো।” সুবহানাল্লাহ!

وقال عثمان رضى الله تعالى عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وحنين.

অর্থ: “হযরত উছমান রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে এক দিরহাম খরচ করলো সে যেনো বদর ও হুনাইন যুদ্ধে শরীক থাকলো।” সুবহানাল্লাহ!

وقال على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا الا بالايمن ويدخل الجنة بغير حساب.

অর্থ: “হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খুশি প্রকাশ করে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহফিলের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করলো সে ব্যক্তি অবশ্যই ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” সুবহানাল্লাহ!

হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের পরবর্তী তাবিয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের যুগে এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেক যুগেই অনুসরণীয় ইমাম-মুজাহিদ ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত জওক-শওক ও খুশি প্রকাশ করে

মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল করেছেন এবং এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত হাসান বহরী রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি শতাধিক ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার খলীফা ও ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন-

وددت لو كان لى مثل جبل أحد ذهباً فانفقته على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

অর্থ: “আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, আমার যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো তাহলে আমি তা মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে ব্যয় করতাম।” সুবহানাল্লাহ! (আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম)

এরপরে মাযহাবের ইমামগণও মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহফিলের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

قال الامام الشافعى رحمه الله عليه من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم اخوانا وهياً طعاما واخلى مكانا وعمل احسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون فى جنات النعيم.

অর্থ: হযরত ইমাম শাফিয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হযরত পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে লোকজন একত্রিত করবে, খাদ্য তৈরি করবে, জায়গা নির্দিষ্ট করবে এবং উত্তমভাবে (তথা সুন্যাহভিত্তিক) আমল করবে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক তিনি হাশরের দিন হিদ্দীকু, শহীদ ও ছালিহীনগণ উনাদের সাথে উঠাবেন এবং উনার ঠিকানা হবে জান্নাতুল নায়ীমে।” সুবহানাল্লাহ! (আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম)

এরপরে মহান আল্লাহ পাক উনার বিশিষ্ট ওলী হযরত ইমাম মারুফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনিও বিলাদত শরীফ উপলক্ষে অর্থাৎ মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালনের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,
 من هيا طعاما لاجل قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اخوانا و اوقد
 سراجا و لبس جديدا و تبخر و تعطر تعظيما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم
 حشره الله يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين وكان في اعلى عليين.

অর্থ: “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে খাদ্য প্রস্তুত করবে এবং মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে এর সম্মানার্থে মুসলমান ভাইদের একত্রিত করবে, (আলো দানের উদ্দেশ্যে) প্রদীপ বা বাতি জ্বালাবে, নতুন পোশাক পরিধান করবে, (সুগন্ধির উদ্দেশ্যে) ধূপ জ্বালাবে এবং আতর-গোলাপ মাখবে, ক্রিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তিনি তার হাশর-নশর করবেন নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের প্রথম দলের সাথে এবং তিনি সে সুউচ্চ ইল্লীনে অবস্থান করবেন।” সুবহানাল্লাহ! (আন নি'য়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম)

এরপর মুসলমানদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি কিতাব লিখেছেন। যিনি হিজরী দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও ইমাম, সুলতানুল আরিফীন হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সূযুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন,

قال سلطان العارفين الامام جلال الدين السيوطي قدس الله سره ونور ضريحه في كتابه المسمى بالوسائل في شرح الشمائل ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم الا حفت الملائكة ذلك البيت أو المسجد أو المحلة وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان وأما المطوقون بالنور يعني جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام فانهم يصلون على من كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

অর্থ: সুলতানুল আরিফীন হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সূযুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার ওসায়িল ফী শরহি শামায়িল নামক কিতাবে বলেন, “যে কোনো ঘরে অথবা মসজিদে অথবা মহল্লায় খুশি প্রকাশ করে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা হয় সেখানে অবশ্যই মহান আল্লাহ পাক উনার ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনারা বেষ্টন করে নেন। আর উনারা সে স্থানের অধিবাসীগণের উপর ছলাত-সালাম পাঠ করতে থাকেন। আর মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও সম্ভৃষ্টির আওতাভুক্ত করে নেন। আর নূর দ্বারা সজ্জিত প্রধান চার ফেরেশতা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ও হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম উনারা মীলাদ শরীফ পাঠকারীর উপর ছলাত-সালাম পাঠ করেন।”

এরপর এ উপমহাদেশে যিনি হাদীছ শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করেছেন, ইমামুল মুফাসসিরীন ওয়াল মুহাদ্দিহীন ওয়াল ফুক্বাহা হযরত শায়খ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন,

من عظم ليلة مولده بما امكنه من التعظيم والاکرام كان من الفايزين بدار السلام.

অর্থ: “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ দিবসকে তা'যীম করবে এবং সে উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করবে সে চিরশান্তিময় জান্নাতের অধিকারী হবে।” (ইবনু নাবাতা, আল বাইয়্যিনাত ১৫৯/৩০)

হযরত শায়খ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার ছেলে উল্লেখ করেছেন,

اخبرني سيدى الوالد قال كنت اصنع في ايام المولد طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شئى اصنع به طعاما فلم اجد الا

حمصا مقلبا فقسمته بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم بين يديه هذه الحمص مبتهجا بشاشا.

অর্থাৎ “আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিবছর বিশেষ তাবারুকের আয়োজন করতাম। কিন্তু এক বৎসর সামান্য ভাজাকৃত বুট ব্যতীত অন্য কিছুই আয়োজন করা আমার সামর্থ্যে ছিলো না। তবুও আমি তা লোকজনের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম। অতঃপর আমি হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে (এমতাবস্থায়) দেখলাম যে, সেই বুটগুলো উনার সম্মুখে রয়েছে। আর তিনি (তাতে) অত্যন্ত উৎফুল্ল।” (আদ-দুররুস সামীন)

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক হযরতুল আল্লামা শায়খ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার বিখ্যাত গ্রন্থ আখবারুল আখইয়ার কিতাবের ৬২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেন-

اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپکے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کیوجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام بڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ! وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے! اس لئے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیگا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعہ دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی

অর্থ: “আয় আল্লাহ পাক! আমার এমন কোনো আমল নেই; যা আপনার মুবারক দরবারে পেশ করার উপযুক্ত মনে করি। আমার সমস্ত আমলের নিয়তের মধ্যেই ত্রুটি রয়েছে। কেন আমি নগণ্যের শুধুমাত্র একটি আমল আপনার পবিত্র জাতের দয়ায় ১৫ ানিত বা মর্যাদাবান। আর সেটা হচ্ছে- পবিত্র মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ

করে এর মজলিস করি এবং এ মজলিসে ক্রিয়ামের সময় দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করি। আর একান্ত আজীজী, ইনকিসারী, মুহব্বত, ইখলাছের সাথে আপনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি ছলাত-সালাম পাঠ করি।

আয় আল্লাহ পাক! এমন কোনো স্থান আছে কি যেখানে মীলাদ মুবারক-এর চেয়ে অর্থাৎ বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে ছলাত ও সালাম পাঠ করা থেকে অধিক খায়ের বরকত নাযিল হয়? হে আরহামুর রাহিমীন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার এ আমল কখনো বৃথা যাবে না। বরং অবশ্যই আপনার পবিত্র দরবারে কবুল হবে এবং যে কেউ বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে ছলাত-সালাম পাঠ করবে এবং উহাকে উসীলা দিয়ে দোয়া করবে সে কখনো মাহরুম হতে পারে না। অর্থাৎ সে অবশ্যই কবুলযোগ্য।” সুবহানাল্লাহ!

উপরের দলীলভিত্তিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সকল ঈদের সেরা ঈদ, সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম, সাইয়্যিদে ঈদে আকবর পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার জন্য যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তিনি বলেছেন এবং নিজে করেছেন। আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও করেছেন এবং করতে বলেছেন, খুলাফায়ে রাশিদীন, ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা পালন করেছেন ও পালন করতে বলেছেন। তেমনি অনুসরণীয় ইমাম, মুজতাহিদ ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারাও ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেছেন এবং পালন করার জন্য উম্মাহকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ পাক তিনি সকলকে সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল উপলক্ষে বেশি বেশি খরচ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। □